

রামানুজান : গণিত হবে

গণিত সম্পর্কে তার জ্ঞান ভীষণভাবে অস্পষ্ট। ডাবল পিরিওডি
গণিতবিদ তার নাম শুনে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে।

রিমানীয় জেটা ফাংশন হলো কমপ্লেক্স ভেরিয়েবলের মধ্যদিয়ে প্রকাশিত একটি অসীম ধারা। এই ভেরিয়েবলের বাস্তব ও কাল্পনিক দুটো অংশ থাকে, দুটো একত্রে মিলিয়ে রিমানিক সমতলের কথা চিন্তা করা যায়। ১৮৬০ সালের দিকে Bernhard Riemann এই জেটা ফাংশনকে কেন্দ্র করে ৬টি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। রামানুজানের সময়ের মধ্যে ৫টি প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু বাকি একটি যা আজ রিমানীয় হাইপোথিসিস হিসেবে পরিচিত-গণিতের ইতিহাসে কয়েকটি আলোড়নকারী অপ্রমাণিত ভবিষ্যদ্বাণীর একটি। গত দেড়শ বছরের সেরা কয়েকজন গণিতজ্ঞের একজন ডেভিড হিলবার্ট বলেছিলেন, তাকে যদি এক হাজার বছর ধরে ঘুমানোর পর জাগানো হয় তাহলে তার প্রথম প্রশ্ন হবে 'রিমানীয় হাইপোথিসিসটি কি প্রমাণ করা হয়েছে?' প্রায় অসামান্য জেটা ফাংশনের কার্যকরী সমাধান বের করেছিলেন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে বিতারিত রামানুজান। তিনি মন্ডলার সমীকরণ সমাধান করতে পারতেন, অচিন্ত্যনীয় সূক্ষ্মভাবে কমপ্লেক্স গুণন করতে পারতেন, চলমান ভগ্নাংশে যার জ্ঞান পৃথিবীর যে কোন গণিতবিদের চিন্তার বাইরে এবং সংখ্যাতত্ত্বের অসংখ্য বিখ্যাত সমস্যার সমাধান করেছেন। অথচ তিনি ডাবল পেরিওডিক ফাংশন, কচির ফাংশন এসবের এর নামও শোনেননি এবং কমপ্লেক্স ভেরিয়েবলের মতো সাধারণ ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। হার্ডির ভাষায় তার যে পরিমাণ গভীরতা ঠিক সেই পরিমাণ সীমাবদ্ধতা। গাণিতিক সমাধানে তার জ্ঞান ভীষণভাবে অস্পষ্ট এবং অল্পদ রকমের গোলমালে। সাধারণ রীতিমিত্রির সঙ্গে খাপ খায় না। মাত্র ২৫ বছর বয়সের মধ্যে ডাইভারজেন্স সিরিজের তত্ত্বের উপর একটি নতুন কাজ করেন। যক্ষ্মা রোগ ভুগে ভুগে তিনি মারা গেছেন মাত্র ৩২ বছর বয়সে। সাধারণ মানুষ রামানুজানের নাম জানে না ঠিকই কিন্তু পৃথিবীর প্রতিটি গণিতবিদ রামানুজানে নাম শুনে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে। তাকে বলা হয় গণিতবিদদের গণিতবিদ। ১৮৮৭ সালের ২২শে ডিসেম্বর রামানুজানের জন্ম। তার জন্মস্থান ভারতের মাদ্রাজের তাঞ্জোর জেলায়, গ্রামের নাম কুস্কোনাম। তার পুরো নাম শ্রীনিবাস রামানুজান আয়েংগার। তার বাবার নাম শ্রীনিবাসা এবং মায়ের নাম কমলাতমাল। তার বাবা গ্রামের এক বস্ত্র ব্যবসায়ীর দোকান কর্মচারী ছিলেন এবং তার মা মন্দিরের ধর্মীয় সংগীত গিয়ে পয়সা উপার্জন করতেন। তাদের উভয়েরই মিলিত আয় ছিল ২০ রুপির মত। এর থেকেই বোঝা যায় তারা কত দরিদ্র ছিলেন। ৭/৮ বছর বয়সে কুস্কোনাম হাইস্কুলে ভর্তি হন। কতগুলো বিশেষ বিষয় তিনি সে সময় ভাবতে পছন্দ করতেন। এই পৃথিবীর প্রথম মানুষ কে? মেঘগুলোর মধ্যে দূরত্ব কত? তিনি ১২/১৩ বছর বয়সে কিউবিক সমীকরণের সমাধান শিখে

ফেলেন। এই সময়ে নিকটবর্তী কলেজের ছাত্ররা গণিতে তার দক্ষতার কথা জানতে পেরে আলাপ করতে আসতো। তিনি ত্রিকোনমিতির ফাংশনগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত হিসেবে নয় বরং অসীম ধারার সমষ্টি হিসেবে। শোণা যায় (১২/১৩ বছর বয়সে) তিনি নাকি ত্রিকোনমিতির গুরুত্বই অয়লারের সাইন ও কোসাইন উপপাদ্য (ডিময়ভার উপাদ্য হিসেবে পরিচিত) আবিষ্কার করেছিলেন যা আমাদের ডিগ্রি কলেজের পাঠ্য। পরে তিনি লেনির ত্রিকোনমিতির বই থেকে বুঝলেন যে এই উপপাদ্য আগে থেকেই জানা, ফলে তাকে যথেষ্ট হতাশ হতে হয়েছিল।



অথচ ১৫/১৬ বছরের আগে তিনি উচ্চ পর্যায়ের কোনো গণিত বই দেখেননি, হাইটকারের মর্ডান এ্যানালিসিস তখনও কুস্কোনামে আসেনি, ব্রনউইচের ইনফাইনিট সিরিজ তখনও লেখা হয়নি। টাউন হাইস্কুল ত্যাগ করার পূর্বে সম্ভবত ১৯০৩ সালে রামানুজানের হাতে একটি বই আসে। এই বইটিতে ৫/৬ হাজার সমীকরণ, উপপাদ্য। সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো ছিল বইটিতে বিস্তৃতভাবে কোন প্রমাণ দেয়া ছিল না। বইটি হলো কারের 'সিনপসিস'। বইটি তেমন বিখ্যাত কিছু নয় কিন্তু রামানুজানের মত অসাধারণ বালকের অনুপ্রেরণার জন্য বইটি বেশ ভালোভাবে কাজে লেগেছিল। এত অসংখ্য উপপাদ্য, সমীকরণ পেয়ে তিনি করতে মনের আনন্দে সমাধান করতে লেগে গেলেন এবং এক একটা সমাধানে নতুন নতুন জগতের দ্বার খুলে যেতে লাগলো। গণিতের প্রতি অত্যধিক উৎসাহ ও আত্মমগ্নতার কারণে অন্যান্য বিষয়ে তিনি উৎসাহ হারালেন। ফলাফলস্বরূপ কলেজে পাশ করতে ব্যর্থ হলেন। এই উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কারাগারের এমনি লৌহ বেড়া জালে বন্দি যে এর বাইরে গেলে

কাউকে রেহাই দেয় না। অথচ রাশি ফলে গাণিতিক প্রতিভা অনেক টেনের ছিল। তারপরও বুঝলে আশা একরকম হয় না। এক থেকে ব্রিটিশদের হাতে তৈরি থেকে সাথে আমাদের অভিজ্ঞতা যাতে মিশেলে এমন এক শিলা হয় হয়েছে যা শুধুই নীতিপত্র জ্ঞান ও কাজের কর্মচারী তৈরি করবে। জন্ম জানোয়ারের মত তার পথ তৈরি করে আর জ্ঞানের সংস্থান পরিমাপ না করে লটারীশক্তি পরীক্ষায় কে কত নম্বর ৫০ মণ্ড থাকে। দিন দিন তার টাকা হাঁস-যাচ্ছে; সেই শিক্ষা বাবু বিভিন্ন মত গণিতে ধ্যানমগ্ন হয়ে

এ গ্যাস দিয়ে উত্তরাঞ্চলেও সারকারখানাসহ গ্যাসভিত্তিক শিল্প স্থাপন করা হবে। চিনিকলগুলো যদি লাভজনক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তাহলে দেশী-বিদেশী শিল্পোদ্যোক্তারাও উত্তরাঞ্চলে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হবে।

ডোফায়েল আহমেদ বলেন, বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে আর্থের ফলন কম হলেও চিনিকলগুলোর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২ লাখ ২৫ হাজার টন নির্ধারণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে মোঃ আব্দুর রউফ চৌধুরী এমপি, মোস্তাফিজুর রহমান এমপি, শিল্প সচিব কে এম ইজাজুল হক, চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার চেয়ারম্যান মনির উদ্দিন আহমদ, সেতাবগঞ্জ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মোজাম্মেল হক প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

মন্ত্রী পরে সৈয়দপুরে নীলফামারী চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন।



চুক্তি স্বাক্ষরের পর খানসঙ্গ অটোমোবাইল টি আজিজুর রহমান এবং ডিআরবি হাইকম এন্ড প্রস্পেক্ট করমর্দন করেন। খানসঙ্গ গ্রুপের উঃ পাশে দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞপ্তি।

চেয়ারম্যান
আব্দুল
মাকিন
জিনি
মাকিন
বেন।

১৫
দশ ও
ময়োগ
য়েতে
চনের
স্বাক্ষর



চট্টগ্রাম

দরপত্র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে
মেরামত, ওয়াকি-টকি সেট
কাজের নিমিত্তে প্রকৃত সরবর
নিকট হইতে সীলমোহর
যাইতেছে। বিস্তারিত তথ্যসং
৭৫০/- (সাতশত পঞ্চাশ) টাব
প্রদর্শন পূর্বকপ্রধান প্রকৌশলী/
-এর অনুমতিক্রমে নিম্নস্বাক্ষর
রক্ষণ কর্মকর্তা-সিসিসি অ
মহোদয়ের একান্ত সচিব-
চলকালীন সময়ে সংগ্রহ ক
তারিখে কোন দরপত্র সিডিউল
দরপত্রসমূহ আগামী ১৮-১১
ঘটিকার মধ্যে উপরোক্ত অফি
ফেলিতে হইবে এবং একই দি
উপস্থিত দরপত্র দাতাগণের
থাকেন) খোলা হইবে। দরপত্র
২০,০০০/- (বিশ হাজার) টা
"মেয়র," চট্টগ্রাম সিটি কর্পো
প্রদান করিতে হইবে। বায়না
গঠনযোগ্য হইবে না।